প্রথম আলো

তারিখ ... 22 AUG 2013 ...
পৃষ্ঠা ... ২০ ... কলাম ... ২ ...

ঘুষ দিয়ে এমপিওভুক্ত ২৮৭ শিক্ষক-কর্মচারী!

মোশতাক আহমেদ ●

মাউশির তদন্ত

- ১০ কর্মচারী জড়িত
- মাসে ব্যয় হতো তিন কোটি টাকা

মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরে (মাউশি) দুর্নীতি করে দেশের বিভিন্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মাদ্রাসার ২৮৭ জন শিক্ষক ও কর্মচারীকে বেতন-ভাতা বাবদ মাসিক সরকারি অনুদান (এমপিও) দেওয়ার ঘটনা ধরা পড়েছে। মোটা অঙ্কের ঘুষের বিনিময়ে এসব এমপিও দেওয়া হয়েছে। এ ঘটনায় অধিদপ্তরের অন্তত ১০ জন কর্মচারী জড়িত থাকার প্রমাণ মিলেছে।

মাউশি পরিদর্শন তদন্ত কমিটির প্রতিবেদনে এই অনিয়মের প্রমাণ মিলেছে। প্রতিবেদনে এসব কর্মচারীর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার সুপারিশ করা হয়েছে।

জানতে চাইলে মাউশির মহাপরিচালক ফাহিমা খাতুন ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে *প্রথম আলোকে* বলেন, জড়িত ব্যক্তিদের শুধু বদলি নয়, বিভাগীয় মামলা করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তদন্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে শিগগিরই এ বিষয়ে পদক্ষেপ নেওয়ার কথা জানান তিনি।

গত মে মাসে এমপিও দেওয়ার পরপরই কয়েকজন শিক্ষকের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান থেকেই সন্দেহ হয়। বিষয়টি মাউশির কর্মকর্তাদের নজরে আসে। তখন অভিযুক্ত ব্যক্তিদের এমপিও স্থগিত করা হয়। ঘটনা তদন্তে মাউশির পরিচালক নিদারুল আলমকে প্রধান করে একটি তদন্ত কমিটি করে দেন মহাপরিচালক। কমিটি বেশ কিছুদিন কাজ করার পর কয়েক দিন আগে মহাপরিচালকের কাছে তদন্ত প্রতিবেদন জমা দিয়েছে।

জানতে চাইলে কমিটির একজন সদস্য প্রতিবেদন জমা দেওয়ার কথা নিশ্চিত করেছেন।

মাউশির সূত্রমতে, প্রতিবেদনে দেখা যায় ২৮৭ শিক্ষক-কর্মচারীর মধ্যে ১০ জন মাদ্রাসার শিক্ষক এবং বাকিরা সবাই মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে কর্মরত। তাঁদের পেছনে প্রতি মাসে প্রায় তিন কোটি টাকা খরচ হতো। প্রতিবেদনে দেখা যায়, অভিযুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীরা কমিটির সুপারিশ ছাড়াই এমপিও পেয়ে গেছেন। নিয়ম অনুযায়ী কোনোভাবেই তাঁদের এমপিওভুক্ত হওয়ার সুযোগ নেই, অনেকের নির্দিষ্ট যোগ্যতাও নেই।

কমিটির প্রতিবেদন অনুযায়ী, প্রস্তাগারিক হিসেবে নিয়োগ পাওয়াদেরও কেউ কেউ এমপিও পেয়েছেন শিক্ষক হিসেবে। ভোলা, কিশোরগঞ্জ, জয়পুরহাট, কুষ্টিয়াসহ সারা দেশের বিভিন্ন জেলার বিদ্যালয়ের শিক্ষক রয়েছেন এই তালিকায়।

প্রতিবেদন অনুযায়ী মাউশির ইএমআইএস (শিক্ষা তথ্য মূল্যায়নব্যবস্থা) শাখার চারজন, ডিপিং সহকারী চারজন, একজন অফিস সহকারীসহ আরও একজন কর্মচারী এই প্রক্রিয়ায় সরাসরি জড়িত। পুরো প্রক্রিয়াটিই হয়েছে একটি চক্রের মাধ্যমে। মাউশির কর্মকর্তাদের কেউ কেউ বলেছেন, দীর্ঘদিন ধরেই এ ঘটনা ঘটছে। কিন্তু এবার বিষয়টি ধরা পড়ে গেছে। এ কাজের সঙ্গে শক্তিশালী চক্র জড়িত। যেখানে কর্মচারী ছাড়া আরও কেউ কেউ জড়িত।

নিয়ম অনুযায়ী সবকিছু যাচাই-বাছাই করার পর এমপিও শিট তৈরির জন্য পাঠানো হয় ইএমআইএস শাখায়। সেখানে কম্পিউটারে তা তৈরির পর আবার সংশ্লিষ্ট শাখায় যাচাই-বাছাই হয়। মূলত ইএমআইএস শাখার তৈরি করা শিটটির ওপর ভিত্তি করে এমপিওর বিল করা হয়। এই শাখাতেই অন্যান্য বৈধ শিক্ষকের সঙ্গে ২৮৭ জন শিক্ষক-কর্মচারীর তালিকা ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। যেহেতু একটি চক্রের মাধ্যমে এই কাজটি হয়েছে, তাই এই শিট যখন সংশ্লিষ্ট শাখায় যাচাইয়ের জন্য আসে তখন

এরপর পৃষ্ঠা ১৪ কলাম ১

২৮৭ শিক্ষক-কর্মচারী

শেষ পৃষ্ঠার পর

ইএমআইএস শাখার শিটটিই গ্রহণ করা হয়েছে।

তবে তদন্তে দেখা গেছে, যাচাইয়ের সময়ে কয়েকজনের এমপিও বাদ দেওয়া হয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে, যারা চাহিদা অনুযায়ী টাকা দেয়নি, তাদের শেষ পর্যন্ত এমপিওভুক্ত করা হয়নি।

মহাপরিচালক বলেন, শুধু মাউশির কয়েকজন কর্মচারী নয়, কোনো কোনো বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকও এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত। অভিযুক্ত কর্মচারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার পাশাপাশি অনিয়ম করে এমপিও পাওয়া শিক্ষকদের চাকরিচ্যুত করার জন্য প্রধান শিক্ষকদের চিঠি দেওয়া হয়েছে।

তদন্ত কমিটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একজন কর্মকর্তা *প্রথম আলোকে* বলেন, বর্তমানে ইএমআইএস শাখায় এমপিও করার কাজটি আলাদা করে দেওয়া হয়নি। যখন প্রয়োজন হয় তখন মৌখিক নির্দেশে কাউকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। ফলে শিট বের করার সময় দুর্নীতি হয়। তাই এ বিষয়ে সুনির্দিষ্টভাবে কাজ ভাগ করে দেওয়ারও সুপারিশ করা হয়েছে প্রতিবেদনে।